দৈনিক সংবাদ

তারিখ 08 FEB 1994
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ২

৭৫

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

ছাত্রদলের দু'গ্রুপের দখলে দু' হল গুলিঃ সড়ক অবরোধঃ ভাঙচুর

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, ৭ই ফেব্রুয়ারি (বিশ্ববিদ্যালয় সংবাদদাতার ফোন)।– জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রদলের প্রতিদ্বন্দ্বী দু'টি গ্রুপ আজ বিশ্ববিদ্যালয়ের দু'টি হলের দখল নিয়েছে। দুই গ্রুপের সশস্ত্র কর্মীদের মধ্যে কমপক্ষে ৪০ রাউন্ড গুলি বিনিময় হয়েছে, তবে কেউ আহত হয়নি। এক পর্যায়ে একটি গ্রুপ ঢাকা–আরিচা মহাসড়কে অবরোধ সৃষ্টি করে যানবাহন চলাচল বন্ধ করে দেয় ও ৪/৫টি গাড়ি ভাঙচুর করে।

আজ সোমবার জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের ক্যাম্পাসের বাইরে অবস্থানরত অস্থানীয় গ্রুপটি কমান্ডো স্টাইলে একটি হল দখল করে নিয়েছে। পরে ছাত্রদলের স্থানীয় অপর গ্রুপটি আরেকটি হল দখল করে নেয়। এ সময় দু'টি হলে ৪০ রাউন্ডেরও বেশি গুলি বর্ষিত হয়। তবে কেউ আহত হয়নি।

গত বছর ২৯শে জুলাই সংঘটিত সন্ত্রাসী ঘটনার পর বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ থাকাকালীন সময়ে স্থানীয় গ্রুপটি ক্যাম্পাস দখল করে নেয়। এরপর থেকে অস্থানীয় গ্রুপের নেতারা ক্যাম্পাসে প্রবেশ করতে পারত না।

জানা গেছে, আজ বিকেল ৫টার দিকে দু'টি মাইক্রোবাসযোগে ছাত্রদল বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতির নেতৃত্বে অস্থানীয় গ্রুপটি আল বেরুনী হলটি দখল করে নেয়। তারা হলের ৪টি গেটের ৩টি বন্ধ করে দেয়। এ ঘটনার পর আধ ঘন্টার মধ্যে আলবেরুনী হল থেকে ৩০ রাউন্ড গুলি বর্ষিত হয়।

বিশ্ববিদ্যালয় প্রক্টর জানিয়েছেন, এই গ্রুপটি মাইক্রোবাসযোগে প্রচুরসংখ্যক অস্ত্র নিয়ে আলবেরুনী হলে প্রবেশ করে।

এরপর সাড়ে ৫টার দিকে ক্যাম্পাসে অবস্থানরত স্থানীয় গ্রুপটি মীর মশাররফ হলে অবস্থান নেয়। এ হলে ১০ রাউন্ডেরও বেশি গুলি বর্ষিত হয়। এ সময় গ্রুপটি ঢাকা–আরিচা মহাসড়কে অবরোধ সৃষ্টি

জা'নগর। পৃঃ ৬ কঃ ৫

জা'নগর ঃ গুলি বিনিময়

(১ম পৃষ্ঠার পর)

করে সকল যানবাহন চলাচল বন্ধ করে নেয়। তারা ৪/৫টি গাড়িও ভাঙচুর করে। পরে সাড়ে ৭টার দিকে তারা অবরোধ তুলে নেয়।

পুরো ক্যাম্পাসে এখন উত্তেজনা বিরাজ করছে। রাত ১০টায় এই রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত ক্যাম্পাসে পর্যাপ্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়নি।

শিক্ষক সমিতির অস্থায়ী উপাচার্যের বর্জন কর্মসূচীর ফলে পরিস্থিতির আরো জটিল হয়ে উঠেছে। শিক্ষক সমিতি জানিয়েছে, উদ্ভূত পরিস্থিতির সকল দায়িত্ব উপাচার্যকে নিতে হবে।

অস্থায়ী উপাচার্য জানিয়েছেন, তিনি পর্যাপ্ত ব্যবস্থা নিচ্ছেন।

এদিকে গণতান্ত্রিক ছাত্রঐক্য অস্থায়ী উপাচার্যের পদত্যাগ দাবি করেছে। তারা উপাচার্যের বিরুদ্ধে অযোগ্যতার অভিযোগ আনে। ছাত্রলীগ (ম–ই) ও ছাত্রঐক্য ছাত্রছাত্রীদের নিরাপত্তা দাবি করেছে।